জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – ডিসেম্বর /০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জেন্ডার সমতা ও সভ্যতাসমূহের মধ্যে সংলাপ প্রাধান্য পাবে: সাধারণ পরিষদ সভাপতি
* সন্ত্রাসবাদ সমনে আরও পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বান
* ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারাটা আমার ১০ বছর কার্যকালের সবচেয়ে বাজে মুহূর্ত- কফি আনান
* উন্নয়নশীল বিশ্বে ক্যান্সার চিকিৎসায় জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় সমর্থন যোগাচ্ছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ম্যান্ডেলা ও টুটু
* পরমাণু সন্ত্রাস বিরোধী চুক্তি অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘের প্রধান আইন কর্মকর্তার আহ্বান

জেন্ডার সমতা ও সভ্যতাসমুহের মধ্যে সংলাপ প্রাধান্য পাবে: সাধারণ পরিষদ সভাপতি

২১ ডিসেম্বর- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আগামী বছর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অন্যতম প্রধান বিষয় জেন্ডার সমতা নিয়ে আলোচনা করবে এবং বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে একটি পৃথক বিতর্কের আয়োজন করবে। সাধারণ পরিষদ সভাপতি আজ একথা জানান। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য হল দারিদ্রসহ অন্যান্য বিশ্ব সমস্যার মোকাবেলায় কিছু সময় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা।

পরিষদের ৬১তম অধিবেশনের প্রধান অংশ সমাপ্ত হওয়ার পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে সভাপতি শেখ হায়া রাশিদ আল খালিফা বলেন, এটি ছিল একটি ব্যস্ত ও সৃষ্টিশীল সময়। তিনি ব্যবধান ঘোচাতে ও বিশ্বাস তৈরি করতে সদস্য রাষ্ট্র ও মহাসচিব কফি আনানের সাথে কাজ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তার পুর্বসুরিকে অনুসরণ করেন।

তিনি বলেন, নতুন বছরে যখন ভাবি মহাসচিব বান কি-মুন তার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তখনও আমি আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আমরা আমাদের সাধারণ এজেন্ডার অনেক বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন করেছি। নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার ও সাধারণ পরিষদের পুনরুজ্জীবনের ওপর গুরুত্বপুর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং দু'টি আন্তর্জাতিক চুক্তিও গৃহীত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অনুরূপভাবে যখন আমাদের মধ্যে অংশীদারিত্বের বন্ধন আছে, আমরা একে অন্যের জন্য অনেক কিছুই করতে পারব। যেমন, উন্নয়ন সংক্রান্ত অনানুষ্ঠানিক তাত্ত্বিক আলোচনার সময় ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক ১ কোটি ডলারের দারিদ্র্য দুরীকরণ তহবিল গঠনের ঘোষণা দেয়। গঠনে এমনকি চরম দারিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোও অবদান রাখবে।

আগামী বছরের কিছু গুরুত্বপুর্ণ ইস্যুর কথা উলে-খ করে শেখ হায়া বলেন, জেন্ডার সমতা ও "সভ্যতাসমুহের মধ্যে সংলাপ"-এর ওপর আরো দু'টি তাত্ত্বিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা সৃষ্টিতে অবদান রাখার জন্য তিনি সংবাদপত্রের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি আরও জানান, আগামী বছর মার্চে সাধারণ পরিষদ 'জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন' সংক্রান্ত দ্বিতীয় অনানুষ্ঠানিক তাত্ত্বিক বিতর্কের আয়োজন করবে। ২০০০ সালের জাতিসংঘ সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে যে লক্ষ্যগুলো অর্জনের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছিল তিনি এখানে সেগুলোর উলে-খ্য করেন।

তিনি বলেন, আমি 'সভ্যতাসমুহের মধ্যে সংলাপ' বিষয়ক তৃতীয় আরেকটি অনানুষ্ঠানিক তাত্ত্বিক বিতর্ক আয়োজনের ইচ্ছা পোষণ করি। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি বিভিন্ন মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আপনারা সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

গতকাল সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম চলাকালে এ সংক্রান্ত আরেকটি অগ্রগতি অর্জিত হয়। ১৯২ সদস্যের এ পরিষদ সহস্রাব্দ ঘোষণা অনুসারে সকলের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

"বিশ্বায়ন ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা" শীর্ষক একটি প্রস্তাব গ্রহণের সময় সাধারণ পরিষদ উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে জাতিসংঘের প্রধান ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তার ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করে। একই সাথে তারা প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম করার জন্য সংস্থার মধ্যকার সমন্বয়কে শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন। এই প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটি (অর্থনৈতিক আর্থিক) কর্তৃক গৃহীত ৪০টিরও অধিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটি।

সন্ত্রাসবাদ সমনে আরও পদক্ষেপ গ্রহণে রাষ্ট্রসমুহের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বান

২০ ডিসেম্বর- সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিজের শক্ত অবস্থানের কথা পুনব্যক্ত করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য রাষ্ট্রসমুহের প্রতি আহ্বান জানায় এবং তাদের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী ও তদারকি করার পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানায়।

নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কাতারের নাসির আব্দুল-হ আল নাসির যে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাঠ করেন তাতে বলা হয়, ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ ১৩৭ নং প্রস্তাবের গুরুত্বের ওপর পুনরায় জোর দিয়েছেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার অব্যাবহিত পরই এ ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ প্রস্তাবের আওতায় একটি সন্ত্রাস-বিরোধী কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আজকের বিবৃতিতে সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিরোধে ও সন্ত্রাসী হামলাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে রাষ্ট্রসমুহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ তদারকি করতে কাউন্সিলের সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয়।

কাউন্সিল আল কায়েদা ও গণ বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের হুমকিসহ সন্ত্রাসবাদের সুনির্দিষ্ট হুমকি মোকাবেলায় এর প্রতিষ্ঠিত তিন কমিটির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা বলে।

কাউন্সিল সকল রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দেয় সন্ত্রাসবাদ দমনে তাদের গৃহীত যে কোন পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষত: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, শরণাথী ও মানবিক আইনের অধীনে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

রাষ্ট্রদুত আল নাসের বলেন, সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক সকল কনভেনশন ও প্রটোকল স্বাক্ষরের জন্য এবং সহায়তা ও দিক নির্দেশনার জন্য প্রাপ্ত সকল উৎসের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রসমুহের প্রতি আহ্বান জানায়।

ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারাটা আমার ১০ বছর কার্যকালের সবচেয়ে বাজে মুহূর্ত- কফি আনান

১৯ ডিসেম্বর- বিশ্বের শীর্ষ কুটনীতিবিদ জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান তার বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে আজ বলেন, ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারাটা তার ১০ বছর কার্যকালের সবচেয়ে বাজে মুহূর্ত। তিনি সকলের কাছে আকুল আবেদন করেন জাতিসংঘকে 'তেলের বিনিময়ে খাদ্য' কেলেঙ্কারি দিয়ে নয়, বরং মানবিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড দিয়ে বিচার করতে।

তার সবচেয়ে বড় অর্জন কি এবং সবচেয়ে বাজে তিনটি মুহূর্ত কি-এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি মনে করি সবচেয়ে বাজে মুহূর্ত ছিল ইরাক যুদ্ধ। সংস্থা হিসেবে আমরা একে বন্ধ করতে পারিনি। সত্যিকার অর্থেই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এ যুদ্ধ বন্ধ করতে।

অর্জনের মধ্যে তিনি উলে-খ করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অসাম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং উন্নয়নের জন্য যুদ্ধ। যেমনটি উলে-খ করা হয়েছে সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্যে (এমডিজি)। এমডিজির উদ্দেশ্য হল ২০১৫ সালের মধ্যে একগুচ্ছ সামাজিক ব্যধি কমিয়ে আনার চেষ্টা করা, যেমন ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য, শিশু ও মাতৃমৃত্যু এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি

করা।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি আকূল আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন ইরাকে তেলের বিনিময়ে খাদ্য কেলেঙ্কারি দিয়ে জাতিসংঘকে বিচার করা উচিত নয়। এ কেলেঙ্কারির পর একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি জনাব আনানের প্রশাসনের পক্ষে অব্যবস্থাপনা এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলোর পক্ষে দুর্নীতির প্রমাণ পায়। অবরোধ-আরোপিত সাদ্দামের সরকারকে তেল বিক্রি করে এই আয়ের কিছু অংশ দিয়ে খাদ্য ও মানবিক সামগ্রী ক্রয়ের অনুমতি দিয়ে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, আমি মনে করি যখন ইতিহাসবিদরা নথিপত্র দেখবেন তখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, হ্যাঁ, কিছু অব্যবস্থাপনা হয়েছিল এবং এতে বেশ কয়েকজন জাতিসংঘ কর্মী জড়িত ছিল, কিন্তু কেলেঙ্কারি যদি হয়েই থাকে তবে এতে জড়িত ছিল ২,২০০টি কোম্পানি যারা আমাদের অজান্তে সাদ্দামের সাথে চুক্তি করেছিল এবং আমি অবশ্যই আশা করব যে ইতিহাসবিদরা উপলব্ধি করবেন যে জাতিসংঘ তেলের বিনিময়ে খাদ্যের চেয়েও বেশি কিছু।

তিনি আরো বলেন, জাতিসংঘ অনেক বড় কিছু যা কিনা সুনামি (২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে সংগঠিত) ত্রাণ সমন্বয় করেছে, কাশ্মীরে ভুমিকম্পে (২০০৫) সাহায্য করেছে। জাতিসংঘ সংগ্রাম করে সাম্যের জন্য এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য। জাতিসংঘ লড়াই করেছে মানব মর্যাদা ও অন্যের অধিকারের জন্য এবং অন্যান্য আরো অনেক কিছুর জন্য।

এটি ছিল একটি বিশেষ কর্মসূচি, তেলের বিনিময়ে খাদ্য, যা আমাদেরকে বাস্তবায়িত করার জন্য বলা হয়েছিল। তাই দয়া করে বিশেষ একটি ঘটনাকে পাইকারিভাবে চালিয়ে দেবেন না।

ইরাক যুদ্ধ ও তেলের বিনিময়ে খাদ্য ছাড়াও জনাব আনান ২০০৩ সালে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বোমা হামলার ঘটনার কথা উলে-খ করেন। এতে শীর্ষ জাতিসংঘ দুত সার্গিও ভিয়েরা ডি মেলোসহ ২২জন নিহত হন। তিনি বলেন, তারা শুধু সহকর্মী ছিলেন না, তারা ছিলেন সত্যিকারের বন্ধু এবং আমি মনে করি আমার যমজ বোন হারানোর মতই এ ঘটনা আমাকে আঘাত করেছে।

অর্জনের মধ্যে তিনি প্রথমে উলে-খ করেন জাতিসংঘ বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন কর্তৃক গত বছর একটি মুলনীতি গ্রহণ যাতে বলা হয় যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব রয়েছে তাদের নাগরিকদের রক্ষা করার। দ্বিতীয়ত, তিনি উলে-খ করেন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অসাম্য দুর করার প্রত্যয়।

তিনি বলেন, এমন বিশ্ব কখনই টেকসই নয় যেখানে চরম দারিদ্র্য রয়েছে আবার একই সাথে বিপুল সম্পদও রয়েছে।

এসময় তিনি এইচআইভি/এইডস ও বার্ড ফ্লু'র মত ব্যধি দুর করতে জাতিসংঘের কাজের কথা উলে-খ করেন। তৃতীয়ত, তিনি বলেন, তিনি জাতিসংঘকে একটি সত্যিকারের অংশীদারিত্বমূলক সংগঠনে পরিণত করেছেন। ...আমি প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছি যে, আমরা সবকিছু করতে পারব না এবং আমাদের জানতে হবে আমরা কি পারি, অন্যরা কোন কাজটি ভাল পারে এবং কোন কাজটি আমাদেরকে অন্যদের সাথে নিয়ে করতে হবে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে ক্যান্সার চিকিৎসায় জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় সমর্থন যোগাচ্ছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ম্যান্ডেলা ও টুটু

১৮ ডিসেম্বর- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্যান্সার রেডিয়েশন থেরাপি সংক্রান্ত জাতিসংঘের এক কর্মসূচিকে সহায়তার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী নেলসেন ম্যান্ডেলা ও আর্চ বিশপ ডেসমন্ড টুটু হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসব দেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত হাজার হাজার রোগী তাদের জীবন রক্ষা বা বেদনা উপশমের জন্য প্রয়োজনীয় রেডিওথেরাপি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্কার তেজস্ক্রিয় চিকিৎসা ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ২০০৪ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার অভ্যন্তরে ক্যান্সার থেরাপির জন্য কর্মসূচি (পি.এ.সি.টি.) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমন্বিত ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় রেডিও থেরাপিকে অন্তর্ভুক্ত করতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সক্ষম করে তোলার জন্য এটি করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে বিশ্বের স্বনামধন্য ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের এক বৈঠকে প্রেরিত এক বাণীতে জনাব ম্যান্ডেলা বলেন, ক্যান্সার চিকিৎসার উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে আই.এ.ই.এ. সমমনা সংস্থাগুলোর সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, যেখানে এর প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক।

তিনি আরও বলেন, এসব দেশে দক্ষতা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বর্ধিত সুযোগ অনেক সময় জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার ব্যবধান তৈরি করতে পারে।

২০০৫ সালে আই.এ.ই.এ. নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ায় পি.এ.সি.টি.-কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য আয়োজিত কর্মশালা ও অধিবেশন আই.এ.ই.এ. নোবেল শান্তি পুরস্কার তহবিলের সহায়তা পাবে।

আর্চ বিশপ টুটু, তার বাণীতে বলেন, আই.এ.ই.এ. নোবেল শান্তি পুরষ্কারের কিছু অর্থ ক্যান্সার ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করবে শুনে তিনি গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছেন।

“এটি একটি চমৎকার ব্যাপার এবং এ ব্যাধিতে (প্রস্টেইট ক্যান্সার) আক্রান্ত একজন মানুষ হিসেবে আপনাদের প্রচেষ্টায় আমি দ্বিগুন উৎসাহিত।”

যদিও আই.এ.ই.এ. পরমানু অস্ত্র বিস্তাররোধ ও সন্ত্রাসবাদী হাতে এসব অস্ত্র চলে যাওয়া ঠেকাতে এর প্রচেষ্টার জন্য সংবাদের শিরোনাম হয়ে থাকে, তবে এর আরেকটি কাজ হল চিকিৎসা ক্ষেত্রে, কৃষি ক্ষেত্রে ও শক্তি উৎপাদনে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার তদারকি করা।

যথাযথ জাতীয় ক্যান্সার কর্মসুচির অধীনে পি.এ.সি.টি. রেডিওথেরাপি চিকিৎসা কর্মসুচি প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন বা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক, আইনগত, পরিচালনা সংক্রান্ত, প্রযুক্তিগত ও মানব সম্পদ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করবে। সদস্য রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সরকারি এবং বেসরকারি খাত এর প্রধান অংশীদার।

পরমাণু সন্ত্রাস বিরোধী চুক্তি অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘের প্রধান আইন কর্মকর্তার আহ্বান

১৫ ডিসেম্বর- পরমাণু সন্ত্রাসবাদ দমন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘের প্রধান আইন কর্মকর্তা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের আইন উপদেষ্টা নিকোলাস মিসেল বলেন, এ চুক্তি স্বাক্ষরের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। বর্তমানে ১১০টির অধিক দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং ১১টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। এ চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার জন্য ২২টি দেশের অনুমোদন প্রয়োয়জন। আমি যথাশীঘ্র সম্ভব এ চুক্তিতে যোগদানের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে আহ্বান জানাচ্ছি।

২০০৫ সালের ১৩ এপ্রিল সাধারণ পরিষদে এ চুক্তিটি গৃহীত হয়। এ চুক্তিতে পরমাণু শক্তি কেন্দ্র এবং পরমাণু চুলি-সহ আরো বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই চুক্তির ধারা মোতাবেক অপরাধীকে প্রত্যার্পন করতে হবে অথবা শাস্তি দিতে হবে।

তথ্য আদান-প্রদান এবং অপরাধ তদন্ত ও প্রত্যাপন প্রক্রিয়ায় একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করে।

জনাব মিসেল বলেন, গণ বিধ্বংসী অস্ত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীবাদী প্রতিহত করতে এ চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। তিনি আরো বলেন, এ চুক্তি সন্ত্রাসবাদ দমনে আন্তর্জাতিক আইনগত কাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং এটি বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস-বিরোধী চুক্তিতে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করবে।

জনাব মিশেল বলেন, জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পেশকৃত পাঁচটি সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত চুক্তির মধ্যে এটিই একমাত্র চুক্তি যা কার্যকর হয়নি। তিনি আরও বলেন, আমরা এ চুক্তি গৃহীত হওয়ার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছি এবং ২০০৭ সালে এটি কার্যকর হলে বেশ চমৎকার

হবে।

যেসব রাষ্ট্র ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারবে না তারা পরবর্তী পর্যায়ে সরাসরি অনুমোদনের মাধ্যমে এ চুক্তির পক্ষ হতে পারবে।

২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক জাতিসংঘের বিশ্ব সন্ত্রাস দমন কৌশল গৃহীত হয়, যাকে মহাসচিব কফি আনান বহু দিক থেকেই এক ঐতিহাসিক অর্জন বলে আখ্যায়িত করেন।

এ উপলক্ষে জনাব কফি আনান বলেছিলেন, সাধারণ পরিষদ সমস্য বিশ্বে সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করার জন্য এর লক্ষ্য স্থির করেছে। সদস্য রাষ্ট্ররা এত সতর্কতার সাথে যে পথচিত্র অংকন করেছে অনতিবিলম্বে সে পথে তাদের যাত্রা করা উচিত। তাদেরকে অবশ্যই অতিশীঘ্র তাদের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

কৌশলের কর্ম পরিকল্পনায় সদস্য রাষ্ট্ররা বিদ্যমান আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকল অনুমোদনের এবং তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিল।

** ** **